আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
৩ ডিসেম্বর ২০০৩

এ বছরের আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস সমাজের সর্বত্র প্রতিবন্ধীদের আপন বক্তব্য শোনার সুযোগ করে দিয়েছে। এটা একটা স্বগত সুযোগ- তবে, কেবলমাত্র এই গুরুত্বপূর্ণ দিনের মধ্যেই এটাকে সীমাবদ্ধ রাখা অনুচিত।

সর্বোপরি ১০ বছর পূর্বে গৃহীত 'প্রতিবন্ধীদের জন্য সুযোগের সমতায়নের উপর আদর্শ বিধিমালা' র মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সকল সময়ে নানা ভাবে প্রতিবন্ধীদের অধিকার, চাহিদা, প্রতিভা এবং অবদান সম্পর্কে সমাজে মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির আহবান করা হয়েছিল। প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিশ্ব কার্যসূচি কতৃক নির্ধারিত 'সামাজিক জীবন এবং উন্নয়নে প্রতিবন্ধীদের সমতা এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ' শীর্ষক লক্ষ্য অর্জনে এই সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ।

'প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা ও সম্প্রসারণের উপর ব্যাপক ও সমন্বিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন' এর প্রস্তুতি শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে- এবছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ পূর্বোক্ত লক্ষ্যের দিকে যাত্রার সূচনা করেছে। এই সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের বক্তব্য অবশ্যই শোনা হয়- এমন পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন ।

জাতিসংঘের বাইরেও অনেক কিছু করা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধীদের প্রথাগত প্রতিচ্ছবির পরিসমাপ্তিতে এবং বৈষম্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার সনাক্ত করণের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। স্থল মাইনের প্রভাব, প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার- প্রভৃতি বিষয়গুলো অনুধাবনের ক্ষেত্রে সমাজের সর্বস্তরে বেসরকারী সংগঠনগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এই সকল এবং অন্যান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে আসুন আমরা শুধু এই দিনে নয় প্রতি দিনই প্রতিবন্ধীদের কথা শুনি।

** *** **